

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত ব্লু-ইকোনমি বিষয়ে বিভিন্ন সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের মৎস্য ও  
প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সর্বশেষ অগ্রগতি প্রতিবেদন

জুলাই, ২০২০

ক্র. নং	অনুষ্ঠিত সভার তারিখ ও সভাপতি	সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয় /বিভাগ/ সংস্থাসমূহ	অগ্রগতির বিবরণ	মন্তব্য
১.	২০.০৮.২০১৪ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী	ব্লু-ইকোনমি এর উদ্যোগ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসমূহ স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করবে। এ সকল কার্যক্রম মনিটর করার লক্ষ্যে একটি সমন্বয় কমিটি গঠন করা হবে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে ইহা সমন্বয় করা হবে।	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	সমুদ্র বিজয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত ১,১৮,৮১৩ বর্গকিলোমিটার জলরাশি হতে স্থায়িত্বশীল ভাবে মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও আহরণে কাঙ্ক্ষিত প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে মেট্রিক্স আকারে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থা (Plan of Action) প্রণয়ন করা হয়েছে এবং তা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
২.	২০.০৮.২০১৪ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী	সমুদ্রের কোন কোন এলাকায় কী কী খনিজ সম্পদ, মূল্যবান অন্যান্য সম্পদ ও মৎস্য সম্পদ ইত্যাদি রয়েছে তা দ্রুত সার্ভে করার প্রয়োজনে নিজস্ব জাহাজের পাশাপাশি ভাড়ায় জাহাজ সংগ্রহের পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে। একই সাথে সমুদ্র সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও আহরণের জন্য গবেষণা কার্যক্রম জোরদার করতে হবে।	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	<ul style="list-style-type: none"> <li>• মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব গবেষণা জাহাজ “আর.ভি.মীন সন্ধানী” দ্বারা গত ২০-১২-২০১৬ হতে সমুদ্রে মৎস্য সম্পদের জরিপ কাজ শুরু হয়েছে। ইতোমধ্যে ফেব্রুয়ারী, ২০১৯ পর্যন্ত ২৪টি সার্ভে ক্রুজ পরিচালনা করে প্রতিবেদন প্রস্তুতপূর্বক প্রকাশ করা হয়েছে। বিশ্ববিখ্যাত গবেষণা জাহাজ R.V. Dr Fridtjof Nansen দ্বারা গত ০৩-১৭ আগস্ট, ২০১৮ বাংলাদেশের সমুদ্রাঞ্চলে মৎস্য সম্পদের উপর একোয়ালিস্টিক সার্ভে পরিচালনা করা হয়েছে।</li> <li>• বিএফআরআই এর বিজ্ঞানীরা কক্সবাজার উপকূলে এ পর্যন্ত ১১৭ প্রজাতির সীউইড সনাক্ত করতে সক্ষম হয়েছে। এর মধ্যে ১৮ প্রজাতির সীউইড বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ। সীমিত আকারে চাষ শুরু হয়েছে।</li> <li>• বিএফআরআই কর্তৃক ৩২০ প্রজাতির মাছ (Bony Fish) সনাক্তকরণসহ এদের শ্রেণীবিন্যাস করা হয়েছে। বাংলাদেশের সামুদ্রিক মাছের এ ধরনের ক্যাটালগিং দেশে এটিই প্রথম। এতে বাণিজ্যিক গুরুত্বসম্পন্ন মাছের প্রজাতি সনাক্তকরণ, মেরিকালচার উপযোগী মাছের প্রজাতি চিহ্নিতকরণ ও মাছের ঋতুভিত্তিক প্রাপ্যতা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া সম্ভব হবে। বিগত ০৩ বছর যাবত এ গবেষণা পরিচালনা</li> </ul>	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

				<p>করা হচ্ছে।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• হাঁজর মাছের মজুদ অবস্থা, বংশকূল রক্ষার্থে তাদের আহরণ বন্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বিএফআরআই কর্তৃক যৌথ গবেষণা পরিচালনা করা হচ্ছে।</li> <li>• বিএফআরআই কর্তৃক বাণিজ্যিক গুরুত্বসম্পন্ন <i>Crassostrea Madrasensis</i> প্রজাতি নিয়ে চাষ বিষয়ক গবেষণা শুরু করা হয়েছে।</li> <li>• উপকূলে বিদ্যমান মৎস্যসম্পদের প্রজাতির সনাক্তকরণ, জীববৈচিত্র, প্রাপ্যতা ও বিস্তৃতি সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ তথ্য পাওয়ার জন্য এ গবেষণা কর্মসূচীর আওতায় DNA-based ক্যাটালগিং করা হচ্ছে।</li> <li>• গত ২৪ জুন ২০১৯ তারিখে নিঝুম দ্বীপ ও তৎসংলগ্ন ৩১৮৮ বর্গ কিলোমিটার এলাকাকে মেরিন রিজার্ভ/সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকা (এমপিএ) ঘোষণা গেজেট প্রকাশিত হয়েছে।</li> </ul>	
৭.	২০.০৮.২০১৪ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী	বাংলাদেশের সমুদ্র সীমার তেল, গ্যাস, মূল্যবান খনিজ, মৎস্য সম্পদ আহরণ ইত্যাদির জন্য দক্ষ জনবল তৈরী করতে হবে।	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	<p>দক্ষ জনবল তৈরীর জন্যঃ</p> <p>০১. (ক) সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ আহরণ ব্যবস্থাপনা; (খ) Trawling and Acoustic Survey (গ) Stock Assessment and Management (ঘ) Taxonomy এবং Fishings Data Analysing (ঙ) UNCLOS (চ) Monitoring, Controlling and Survelence (ছ) IUU (Illegal Unreported Unregulated) Fishing (জ) Mariculture ইত্যাদি বিষয়ে সর্বশেষ জুলাই, ২০২০ পর্যন্ত বিদেশে ১৪২ জন এবং দেশে ১১৪০ জন কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।</p> <p>০২. মেরিন ফিশারিজ একাডেমী হতে প্রতিবছর নটিক্যাল, মেরিন, মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ফিশ প্রসেসিং বিষয়ে ৮০ জন দক্ষ জনবল তৈরী করা হচ্ছে।</p> <p>০৩. গত ১৯-২০ ফেব্রুয়ারী, ২০১৯ তারিখ প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলে Bangladesh Blue Economy Dialogue on Fisheries and Mariculture</p>	কার্যক্রম চলমান

				<p>শীর্ষক সেমিনারের আয়োজন করা হয়।</p> <p>০৪. ভারতের চেম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত “Regional Meeting for Review of the Regional Plan of Action to Combat IUU Fishing” শীর্ষক ওয়ার্কশপে ২৪/০২/২০২০ হতে ২৫/০২/২০২০ তারিখ পর্যন্ত মৎস্য অধিদপ্তরের ০২ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।</p> <p>০৫. সাইপ্রাসে অনুষ্ঠিত “Sustainable Aquaculture Action Group Inaugural Meeting” এ ২৫/০২/২০২০ হতে ২৭/০২/২০২০ তারিখ পর্যন্ত মৎস্য অধিদপ্তরের ০১ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।</p>	
১১.	২০.০৮.২০১৪ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী	<p>দেশের সমুদ্রসীমায় বিদেশী ট্রলার/জাহাজের অননুমোদিত ফিশিং এবং অবৈধ ট্রলার/জাহাজের অনুপ্রবেশ রোধে মনিটরিং ও সার্ভেল্যান্স কার্যক্রম জোরদার করতে হবে।</p> <p>গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণের লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।</p> <p>অধিক সংখ্যায় মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প স্থাপন করতে হবে।</p>	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	<ul style="list-style-type: none"> <li>নিয়মিতভাবে মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ও সচিব বাংলাদেশ নৌ বাহিনী, কোষ্ট গার্ড, নৌ পুলিশ ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সাথে আলোচনা ও পর্যালোচনাক্রমে মনিটরিং ও সার্ভেল্যান্স কার্যক্রম জোরদার করা হচ্ছে।</li> <li>গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণের লক্ষ্যে ১০টি লং লাইনার এবং ০৭ টি পার্স সেইনার জাতীয় মৎস্য নৌযানের অনুমতিপত্র প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে ০৪টি পার্স সেইনার এবং ০১টি লং লাইনার আমদানীর জন্য অনুমতি দেয়া হয়েছে।</li> <li>“গভীর সমুদ্রে টুনা ও সমজাতীয় পেলাজিক মাছ আহরণের পাইলট প্রকল্প” শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। গত ০৪/০৩/২০১৯ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনের কৃষি, পানিসম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।</li> <li>বর্তমানে বাংলাদেশে সর্বমোট ১০৫ টি মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ কারখানা রয়েছে। যার মধ্যে ৭৩টি ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন কর্তৃক অনুমোদিত। চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য দেশে পর্যাপ্ত সংখ্যক প্রক্রিয়াকরণ কারখানা রয়েছে। তবে দেশীয় ভোক্তাদের খাদ্য নিরাপত্তা ও Ready to eat মাছ সরবরাহের জন্য প্রক্রিয়াকরণ কারখানা স্থাপনের সুযোগ রয়েছে।</li> <li>পাঞ্জাস ও তেলাপিয়া মাছের ফিলেট</li> </ul>	কার্যক্রম চলমান

